২৩ নভেম্বর' ২০১৭, সংবাদ সম্মেলন

কপ-২৩ বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনার ফলাফল, নাগরিক সমাজের পর্যালোচনা ও সুপারিশসমুহ

২০১৮ সালের বৈশ্বিক সহায়তামূলক সংলাপে সরকারকে অবশ্যই শক্তিশালী ও প্রমান-ভিত্তিক আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে

সম্প্রতি ৬-১৭ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত জার্মানীর বনে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন ও আলোচনা শেষ হয়েছে। এবারের সম্মেলনটি হচ্ছে ২৩ তম বৈশ্বিক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে মূলত ২০১৫ সালে গৃহীত প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখা বা "প্যারিস রুলবুক" (Paris Rulebook) প্রনয়নের বিষযসমুহ আলোচনা হয়েছে। প্যারিস রুলবুকের জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত গ্ররুত্বপূর্ন। এর একটি হচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে রাখার জন্য ২০২০ সালের পরবর্তী গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন এবং পুন:নির্ধারন করা এবং অপরটি হচ্ছে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতির উপর রিপোর্টিং প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা বিষয়ক কর্মকাঠামো প্রনয়ন। তবে প্রথমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিধায় অর্থাৎ ২০২০ সালের পরবর্তী গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন ও পুন:নির্ধারন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি ধারাবাহিক সহায়তামূলক সংলাপের (Facilitative Dialogue) আয়োজন করতে বিশ্বনেতৃবৃন্দ একমত হন যেটি ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু হবে এবং নভেম্বর'১৮ তে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৪ বৈশ্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হবে। সুতরাং এই ধারাবহিক সংলাপের ফরমটে কি হবে তাই ছিল এবারের কপ ২৩ বৈশ্বিক আলোচনায় বিষয়, কারন এই আলোচনার মধ্য দিয়েই প্যারিস রুলবুক এর মুল উপাদান চুড়ান্ত হয়ে যাবে। তবে এবারের বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনা রাজনৈতিক দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ন। কারন এখানে শুধু সহায়তামূলক সংলাপ কিভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্ত প্যারিস চুক্তি বাস্তবয়নের উপর কোন প্রকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়নি।

তথাপি আমরা মনে করি অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে প্রতিটি বৈশ্বিক সংলাপই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ন, কারন এখানে সরকারের অংশগ্রহন ও ভূমিকা এবং বৈশ্বিক আলোচনার অগ্রগতি অবশ্যই আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই আমরা নাগরিক সমাজে প্রতিনিধিগন প্রতিবারের মত এবারও কপ-২৩ বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় অংশগ্রহনের পাশাপাশি আমাদের পর্যবেক্ষন এবং পরবর্তীত পরিস্থিতিতে অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আমাদের সরকারের করনীয় বিষয়ে আমাদের সুপারিশসমুহ তুলে ধরতে চাই।

১. প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে NDC পর্যালোচনা এবং ২০২০ সাল পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা পুন:নির্ধারনে কোন অগ্রগতি নাই

কপ-২৩ বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় সারা বিশ্বের বিশেষ করে অতি বিপদাপন্ন দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশসমুহের মুল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ২০২০ সাল পরবর্তী প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের প্রধান বিষয় বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাস করার জন্য (২০৫০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে রাখা) কাংখিত গ্রীন হাউস গ্যাস হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা পুন:নির্ধারিত হবে এবং ধনী ও উন্নয়ণশীল দেশসমুহ তা বাস্তবায়নের কৌশল এবং পরিমাপের পদ্ধতিসমুহও প্রনয়ন করবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এসকল বিষয়ে আলোচনা হলেও তা খুব সীমিত আকারে এবং কোন প্রকার অগ্রগতি ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে, বরং বলা যায় অগ্রগতি না হওয়ার উদ্দেশ্যে এ আলোচনাকে ২০১৮ সালে সহায়তামূলক সংলাপের নামে বিলম্বিত করার কৌশল গ্রহন করা হয়েছে। আমরা শংকিত যে আসলে ২০১৮ সালের সহায়তামূলক সংলাপের মাধ্যমে আদৌও তা অর্জিত হবে কিনা। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, কার্বন উদগীরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ২০২০ সাল পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় মোয়াদ ২০১৬-২০২০ সময়কালে ধনী দেশসমূহের জন্য একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা ছিল এবং সেটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ধনী দেশগুলো (Annex 01 Countries) বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের চাপে তারা এ বিষয়টিকে কপ-২৩ আলোচনায় নিয়ে এসেছে এবং লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে।

আমাদের পর্যবেক্ষণে এটা বলা যায় যে, কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় মেয়াদে কার্বন উদগীরন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও তাতে MVCs (Most Vulnerable Countries) গুলোর চাইতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ বেশী লাভবান হতে পারে। কারন এক্ষেত্রে তাদেরকে ২০২০ সাল পরবর্তী স্ব-প্রনোদিত লক্ষ্যমাত্রা (NDC) নির্ধারণ বিশেষ করে কার্বন উদগীরন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ বহন নাও করতে হতে পারে। তাবে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন কার্বন উদগীরণকারী দেশ হলেও ২০২০ সাল পরবর্তী NDC পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাপ থাকতে পারে এবং এই চাপ মোকাবেলা করার জন্য সরকারের প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

২. সহায়তামূলক সংলাপের (Facilitative Dialogue) রোড-ম্যাপঃ কপ-২৩ এর একমাত্র অগ্রগতি

সদ্য সমাপ্ত কপ-২৩ সম্মেলনে আসলে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য সহায়তামূলক বৈশ্বিক সংলাপ কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে তার কৌশল বা রোড-ম্যাপ নির্ধারন নিয়ে। কারন বলা হচ্ছে সহায়তামুলক সংলাপের সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে ২০২০ সাল পরবর্তী NDC এবং এর অধীনে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা (Global Stoke take on GHG emission reduction) এবং নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের বিষয়সমূহ। আমরা এ বিষয়ে বিগত ০৭ নভেম্বর'১৭ তারিখে কপ-২৩ এর প্রধান ভেন্যুতে দক্ষিন এশীয় দেশসমুহের নাগিরক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করি যেখানে আমাদের প্রধান দাবী ছিল, একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহনমূলক বৈশ্বিক সংলাপ নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, কপ-২৩ কতৃক প্রনীত সহায়তামুলক সংলাপের জন্য প্রনীত রোড-ম্যাপ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। কপ-২৩ এর এই সাফল্যকে আমরা স্বাগত জানাই এবং পাশাপাশি রোড-ম্যাপ এ সংলাপ অনুষ্ঠানের যে সকল নীতিগত কৌশল নির্ধারন করা হয়েছে তা পূর্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ কিভাবে এই বৈশ্বিক সহায়তামূলক সংলাপ থেকে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিশ্চিত করতে পারে। এখানে মোদ্দা কথা হচ্ছে সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি বিশেষ করে জ্ঞান-নির্ভর প্রস্তুতি। সহায়তামূলক সংলাপ সফল ও কার্যকর করার জন্য তিনটি প্রধান আলোচ্যসূচি নির্ধারন করা হয়েছে। ১. আমরা কোথায় আছি, ২. আমরা কোথায় যেতে চাই এবং ৩. আমরা সেগুলো কিভাবে পেতে পারি। এই তিনটি আলোচ্যসূচীকে কেন্দ্র করেই আগামী ২০২০ সাল পরবর্তী প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের পথ-রেখা, বাস্তবায়ন কর্মসুচি এবং বৈশ্বিক সহায়তা (আর্থিক, প্রযুক্তি, সক্ষমতা ইত্যাদি সকল বিষয়) কৌশল নির্ধারিত হবে যা আসলে Paris Rulebook নামে

পরিচিত হবে। সহায়তামূলক সংলাপেই কার্বন উদগীরন হ্রাসের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নের পাশাপাশি অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের জন্য অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ ও সক্ষমতা বৃদ্বির ক্ষেত্রে বাস্তব প্রেক্ষাপট, বিপদাপন্ন দেশমুহের চাহিদাসমুহ মূল্যায়ন, সহায়তার কৌশলসমূহ ইত্যাদি সকল বিষয় মূল্যায়ণ ও পুন:নির্ধারনের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সরকারকে এ সংলাপ থেকে সুবিধা এবং নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সুবিধা আদায় করতে হলে অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধুমাত্র অংশগ্রহন করলাম আর "এটা বললাম বা বলেছি" এ ধরনের ভূমিকায় থাকলে চলবে বলে আমাদের মনে হয় না।

৩. ২০১৮ সালের বৈশ্বিক সংলাপে অংশগ্রহন করার জন্য সরকারকে অবশ্যই একটি অবস্থান পত্র (Evidence-Based Country Position Paper) তৈরী করতে হবে

আমরা মনে করি সহায়তামূলক সংলাপে অংশগ্রহন করার জন্য সরকারকে অবশ্যই একটি অবস্থান পত্র (Evidence-Based Country Position Paper) তৈরী করতে হবে এবং সেটা প্রনয়ণ করতে হবে সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে। কারণ ২০১৮ সালের বৈশ্বিক সহায়তামূলক সংলাপে অনেক বিষয় উপস্থাপনের কৌশলিক সুযোগ রয়েছে। যেমন: এই সংলাপে জলবায়ু পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে, অভিযোজন এর ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান ঝুকিঁ, সংগ্রাম ও সাফল্য এবং প্রয়োজনীয় বৈশ্বিক সহায়তার সরূপ কি হতে পারে তা উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে, পাশাপাশি প্রশমনের ক্ষেত্রেও আমাদের বর্তমান সাফল্য, ভবিষ্যতে আমরা কতটুকু করতে পারবো এবং কি ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে তা উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে। সরকারকে এসকল সব সুযোগ গ্রহন করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে এবং তা করতে হলে সবার অভিজ্ঞতা ও মতামতের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী প্রমান-ভিত্তিক অবস্থান পত্র প্রনয়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে ২০২০ সাল পরবর্তী চুক্তি বাস্তবায়নে আমরা প্রশমন এবং অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রে একটি অগ্রগামী অবস্থানের আশা করতে পারি।

৪. বৈশ্বক জলবায়ু-অর্থায়নঃ বৈশ্বিক অচলাবস্থা দৃশ্যমান, অর্থায়নের গুরুত্ব শুধু স্বীকারোক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ধনী দেশগুলো আগামী ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে অর্থ প্রদানে কোন অগ্রগতি নাই। এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর'২০১৭) মাত্র ১০.৩ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও নগদায়নের পরিমান হয়ত আরও হতাশাব্যঞ্জক। কারন আমেরিকা ৩ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও মাত্র এক বিলিয়ন ডলার দেওয়ার পর বর্তমানে আর কোন অর্থ না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, পাশাপাশি কপ-২৩ সম্মেলনে এসকল বিষয়ে তাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর ভূমিকাতেই বেশী দেখা গেছে। এবারের সম্মেলনেও বৈশ্বিক নেতারা অর্থায়নের গুরুত্ব স্বীকার করলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিষয়ে কোন প্রকার শব্দটি উচ্চারন থেকে বিরত থেকেছেন যা আসলে হতাশাজনক। তবে কপ-২৩ আলোচনায় দু-একটি দেশ অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও (জার্মানী ৫০ মিলিয়ন, সুইডেন ১৮৬ মিলিয়ন এবং বেলজিয়াম ১০.২৫ মিলিয়ন ইউরো) তা চাহিদার তুলনায় একবারেই নগন্য।

৫. কপ-২৩ জলবায়ু আলোচনায় সরকার ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়হীনতা

আমরা বিগত কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য করছি যে সরকার বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় অংশগ্রহন করছে। জলবায়ু আলোচনায় UNFCCC এর আলোচ্যসূচি থাকলেও এসকল আলোচ্যসূচীর উপর সরকারের কোন সুনিদৃষ্ট অবস্থান পত্র নাই। যে কারনে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের অংশগ্রহন, ভূমিকা এবং কোন অর্জন আছে কিনা তা আসলে সু-স্পষ্ট নয়। আবার সরকারের কোন অবস্থানপত্র না থাকার কারনে আমরা যারা নাগরিক সমাজরে পক্ষ থেকে জলবায়ু আলোচনায় অংশগ্রহন করি তারাও সবসময় সরকারের সাথে সমন্বয় করে সরকার-সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারি বলে তেমন মনে হয় না। তৃতীয় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি, যারা সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাজ ধারন করেন, কপে অংশগ্রহন করেন কিন্ত তারা কতটুকু সরকারের পক্ষে কাজ করেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারন সরকারের প্রতিনিধি ব্যাজধারী এসকল ব্যক্তিবর্গকে সরকারের সমন্বয় সভায় খুবই কম দেখা গেছে এবং তারা আসলে কি করছেন সে বিষয়ে সরকারের অবগত থাকা অত্যন্ত জরুরী বলে আমরা মনে করি। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে ভবিষ্যতে কপে অংশগ্রনের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান পত্র তৈরীর পাশাপাশি সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এতে দেশের পক্ষে আমাদের বৈশ্বিক অবস্থান অবশ্যই জোরালো হবে যা আমরা অন্যান্য উন্নয়নশীল এমনকি ধনী দেশসমুহের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি।

৬. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বনাম বৈশ্বিক ব্যবসাঃ সরকারের নীতি-নির্ধারকদের ভূমিকা ও করনীয়

আমরা একটি বিষয় অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করছি যে, বৈশ্বিক নেতারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে বরং ব্যবসায়িক স্বার্থকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন। যে কারনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসের লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে তারা গড়িমসি করছেন। পাশাপাশি প্রশমন ও অভিযোজন কর্মসুচি ও সহায়তার ক্ষেত্রেও স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে ব্যবসায়ীক স্বার্থের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে চাইছেন, যার ফলসরূপ এসকল দেশসমুহ অতি ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। আমরা আসলে বলতে চাই এই বাস্তবতা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, কারন পরিবর্তিত বিশ্বে গতানুগতিক ব্যবসার ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় ধনী দেশগুলো আসলে জলবায়ু পরিবর্তনকে ইস্যু করে ব্যবসা করবে এটাই বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদেরকে সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু আমাদের সর্বচ্চো রাষ্টীয় নীতিনর্ধারকদের মধ্যে এ বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্যনীয়। আমাদের অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় নীতিনির্ধারকগন হয়ত এটাই ভাবছেন যে, জলবায়ু সমঝোতার বিষয়সমুহ আমাদের জন্য আসলে কোন ফল আনবে না, যা করতে হবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই হবে। স্মরন রাখা দরকার যে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অবতীর্ন হবেন তখন অন্য পক্ষ কিন্তু বৈশ্বিক আলোচনার বহুপাক্ষিক সিদ্ধান্ত বা শর্তসমুহকে Address করবে এবং সামনে নিয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে এগুলোকে সমন্বয় করার সুযোগ কমে আসতে পারে। সুতরাং যেখানে যেটা প্রয়োজন সেখানেই সেটা করতে হবে। জলবায়ু আলোচনায় যেহেতু আমাদের বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয় নেতৃত্বে রয়েছে, সেক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ রক্ষার প্রধান দায়ীত্ব তাদের উপরই বর্তায় যাতে ভবিষ্যত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অগ্রগামী অবস্থানে থাকতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা নিতে পারে। তা না হলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এই ব্যবসায়ীক আলোচনার স্বার্থে ক্ষতি আমাদেরই বেশী হতে পারে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ: **BAPA, Bipnet-CCBD, CDP, CCDF, CPRD, CSRL, BCJF, FEJB, BCAS, NCCB and EquityBD**

EquityBD, Secretariat, COAST Trust, House 13, Road 2, Shyamoli, Dhaka, Bangladesh.
Website: www.equitybd.net, সৈয়দ আমিনুল হক, +৮৮ ০১৭১৩ ৩২৮৮১৫, মোস্তফা কামাল আকন্দ, +৮৮ ০১৭১১ ৪৫৫৫৯১